দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

# পাবলিক ভার্সিটির দুর্নীতিবাজ ভিসিদের সরিয়ে দেয়ার কাজ শুরু

মোশতাক আহমেদ

দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত জোট আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ মাথায় নিয়ে বিদায় নিয়েছেন টাঙ্গাইল মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ খলিলুর রহমান। দুর্নীতির দায়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এরশাদুল বারীকে অবিলম্বে অপসারণ করার সুপারিশ করে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। দুর্নীতি দমন কমিশনও আলাদাভাবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে। সূত্রগুলো জানিয়েছে, যে কোন সময় এরশাদুল বারীও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ কিংবা তাঁকে সরিয়ে দেয়া হতে পারে।

বিদায়ী জোট সরকারের আমলে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অবকাঠামো খাতে টেন্ডার নিয়ে চরম নৈরাজ্য হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কেবল জোট সরকারের পাঁচ বছরেই বাইশটি (নতুনগুলো বাদে) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষক দেড় সহস্রাধিক এবং সাড়ে তিন সহস্রাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। সিংহভাগ নিয়োগের ক্ষেত্রেই নগ্ন দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি আর টাকার খেলা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রীতিমতো বিএনপি-জামায়াতের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে দলীয় পরিচয় এবং টাকাকেই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে নানা অযোগ্য-অভিযুক্ত লোককেও বসানো হয়েছে শিক্ষকের আসনে। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে দলীয়করণের পাশাপাশি লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য করেছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সূত্রমতে, নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, রাজশাহী, সিলেট শাহজালাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম দুর্নীতিবাজ উপাচার্য অধ্যাপক মুসলেহ উদ্দিন তারেক জোট আমলেই বিদায় নিয়েছেন।

সূত্রগুলো বলেছে, সব কয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। তবে প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তদন্ত করছে সরকার। এরপর আস্তে আস্তে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী বর্তমান

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## পাবলিক ভার্সিটির

(১২-এর পাতার পর)

সরকার জাতির প্রাণ শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করতেই প্রাথমিকভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সূত্রমতে, বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি করে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। জোট আমলে অনিয়ম করে দেড় সহস্রাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে এখানে। বিশ্ববিদ্যালয়টির অপসারিত বিতর্কিত উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদের (সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত) আমলেই সবচেয়ে বেশি নিয়োগ কেলেঙ্কারি হয়েছে। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তদন্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। বেপরোয়া দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, লুটপাট, দলীয়করণসহ শত শত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত তদন্ত কমিটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে। এসব অনিয়ম দূর করতে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে অবিলম্বে অপসারণ করার সুপারিশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদন্ত রিপোর্টও জমা দেয়া হয়েছে। সূত্রমতে, তাঁর বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয় ও টাঙ্গাইল মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো অনিয়ম ও দুর্নীতিও তদন্ত করছে মঞ্জুরি কমিশন। সূত্রমতে, হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সেখানেও শত শত অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে ৫৪৪ কর্মকর্তা নিয়োগের ঘটনা সচেতন প্রতিটি মানুষ ভাল করেই জানেন। সূত্রগুলো নিশ্চিত করেই বলেছে, তদন্ত কমিটির রিপোর্টে যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে গত সোমবার দুর্নীতির অভিযোগ মাথায় নিয়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন টাঙ্গাইল মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ খলিলুর রহমান। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মূল কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছেন।